الجواهر المكنونه فى الادعية الماثوره

আল-জাওয়াহেরুল মাকনুনা ফীল আদইয়াতিল মাছুরা

দো'য়ার ...

গ্রন্থনায়

ইমামে আহলে সুন্নাত, হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরি[illegible], [illegible] মাশায়েখ, আল্লামা

কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মু. জি. আ.)

اَلْجَوَاهِرُ الْمَكْنُوْنَه فِىْ الأَدْعِيَّةِ الْمَاثُوْرَه

আল-জাওয়াহেরুল মাক্‌নূনা ফিল আদ্‌ইয়াতিল মাছুরা

(দো'য়ার ভাণ্ডার)

গ্রন্থনায়

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, শায়খুল মাশায়েখ,

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

(মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)

প্রকাশনায়

আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ

দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ

اَلْجَوَاهِرُ الْمَكْنُوْنَه فِى الْأَدْعِيَةِ الْمَأْثُوْرَه

আল-জাওয়াহেরুল মাক্‌নূনা ফিল আদ্‌ইয়াতিল মাছুরা

(দো'য়ার ভাণ্ডার)

গ্রন্থনায়

ইমামে আহলে সুন্নাত, পীরে কামেল, হাদীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত, শায়খুল মাশায়েখ,

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী

(মুদ্দাজিল্লুহুল আলী)

সহযোগিতায়

মাওলানা কাজী মুহাম্মদ কামরুল আহছান

মাওলানা কাজী মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন হাশেমী

দ্বিতীয় প্রকাশ

পহেলা রবিউল আওয়াল ১৪৩১

হাদিয়া মূল্য ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে

হাশেমী শাহ্‌ এন্টারপ্রাইজ, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৯৭৮৫৮১৯

প্রকাশনায়

আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ

দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান হযরত মাওলানা

কাজী মুহাম্মদ আবদুর রহীম হাশেমী

রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলায়হি

এবং নানাজান হযরত মাওলানা

মুহাম্মদ আবদুর রহমান হাশেমী

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মাগফিরাত

ও

রাফয়ে দরজাত কামনায় নিবেদিত।

প্রকাশকের নিবেদন

ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা হাশেমী (মুদ্দাজিল্লাহুল আলী)'র জ্ঞান-গরিমা কারো অজানা নয়। তিনি যেমন জ্ঞানের সমুদ্র তেমন শরীয়ত-তরীক্বতের একজন মহান দিকপালও। ইতিমধ্যে তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। পাঠকের চাহিদা ও তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি এ গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছেন। দোয়ার শুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি এ বিষয়ে লেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিশেষত: এ শুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যখন কতেক বাজারী মওলভী মোল্লারা কলংকিত করছে, বিশুদ্ধ আলেমের দোয়ার অনুকরণের পরিবর্তে যখন তারা বিভিন্ন অজ্ঞাত জ্ঞানপাপী ও কতেক অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তির কথিত কতগুলো বইয়ে দেশ সয়লাব, তখনই তাঁর এ প্রকাশ খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ও শুরুত্ব লক্ষ্য করে আমরা এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি কেবল ঐ মহান বুযর্গের দোয়া এবং ফয়েয কামনায়। গ্রন্থটি সবার কাছে সমাদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। কারো চোখে কোন ধরনের ত্রুটি ধরা পড়লে বা কোনো অসংগতি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ। এ ব্যাপারে সচেতন পাঠকদের শুভ দৃষ্টি কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদের সবাইকে এ গ্রন্থ মোতাবেক আমল করার তওফীক দিন। আমীন। বেহুরমতে সৈয়্যেদিল মুরসালীন।

বিনীত

কাজী মুহাম্মদ আবুল ফোরকান হাশেমী

চেয়ারম্যান:

আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন-বাংলাদেশ।

সূচীক্রম

বিষয়: পৃষ্ঠা নং

- ভূমিকা:
- দোয়া ও যিকিরের শুরুত্ব

১. সকাল-সন্ধ্যা ও পানাহারের আগে পড়বে
২. ছৈয়্যদুল এস্তেগফার
৩. দোযখ হতে মুক্তির দোয়া
৪. এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক
৫. হাঁচি দিয়ে পড়ার দোয়া
৬. ছালাম ও মোছাফাহার দোয়া
৭. হাই আসলে পড়ার দোয়া
৮. ইন্না লিল্লাহে.... পড়ার বর্ণনা
৯. আলহামদু লিল্লাহ পড়ার বর্ণনা
১০. ছোবাহানাল্লাহ্ পড়ার বর্ণনা
১১. নাউজু বিল্লাহ পড়ার বর্ণনা
১২. পানাহারের সময় বিছমিল্লাহ্ পড়ার বর্ণনা
১৩. মৃত ব্যক্তির মুখ দেখে পড়বে
১৪. বিতিরের নামাযের পর পড়বে
১৫. পায়খানায় প্রবেশের সময় পড়বে
১৬. পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় পড়বে
১৭. কোন বিপদগ্রস্থ বা খারাপ কাজে লিপ্ত অথবা রোগ, শোক দু:খ দুর্দশায় পতিত হলে পড়বে
১৮. ওজুর পর অবশিষ্ট পানি পান করার সময় পড়বে
১৯. রোগীকে দেখতে গিয়ে পড়বে
২০. গাড়িতে উঠার সময় পড়বে
২১. জলপথে নৌকা ইত্যাদিতে আরোহন করতে পড়বে
২২. আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়বে
২৩. স্ত্রী সহবাসে পড়বে
২৪. সহবাসের সময় মনে মনে পড়বে
২৫. মসজিদে যাওয়ার সময় পড়বে
২৬. মসজিদে প্রবেশের সময় পাঠ করবে
২৭. মসজিদে প্রবেশ করার পর পড়বে

২৮. মসজিদ হতে বের হতে পড়বে
২৯. ওজু করার সময় বিছমিল্লাহ্ পড়ার পর পড়বে
৩০. কোন কিছু পছন্দ হলে পড়বে
৩১. পানাহারের সময় পড়বে
৩২. শুরুতে ভুলে বিছমিল্লাহ্ না পড়লে বলবে
৩৩. পানাহারের পর পড়বে
৩৪. দুধ পানের পর পড়বে
৩৫. অন্যের ঘরে বা পক্ষ হতে খাবার খেলে পড়বে
৩৬. জমজমের কুপ শরীফের পানি পানের সময় পড়বে
৩৭. ইফতারের সময় পড়বে
৩৮. ইফতারের পর পড়বে
৩৯. শোয়ার সময় পড়বে
৪০. শয্যা হতে উঠার সময় পড়বে
৪১. ঝড়-তুফানের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে পড়বে
৪২. তারকা-নক্ষত্র খসে পড়তে দেখলে পড়বে
৪৩. মেঘের গর্জন শুনে পড়বে
৪৪. ছেলে সন্তান বাধ্য হওয়ার জন্য পড়বে
৪৫. স্ত্রী-পুত্র বাধ্য হওয়ার জন্য পড়বে
৪৬. কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে
৪৭. প্রত্যেক ফরয নামাযের ছালাম ফিরিয়ে পড়বে
৪৮. আজানের পর পাঠ করবে
৪৯. কোরবানীর দোয়া
৫০. আকীকার দোয়া
৫১. সন্তান ভূমিষ্ট হলে পড়বে
৫২. সন্তানকে মধু পান করার সময় পড়বে
৫৩. ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াতের পূর্বাপর এই দুরুদ শরীফ পড়বে
৫৪. ছূরা ত্বীন শরীফের শেষে পড়বে
৫৫. ছূরা আর রহমান শরীফের মধ্যে পড়বে
৫৬. ছূরা তাওবার আগে পড়বে
৫৭. ছূরা লা-উক ছিমুর শেষে পড়বে
৫৮. ছূরা মুরছেলাতের শেষে পড়বে
৫৯. ছূরা ছাব্বেহ্ ইছমার আগে পড়বে

৬০. ছূরা নাছের শেষে পড়বে
৬১. যে কোন কাজের শুরুতে পড়বে
৬২. যে কোন মুসিবতের সময় পড়বে
৬৩. খতমে ক্বোরআনের পর পড়বে
৬৪. জানাযা দেখলে পড়বে
৬৫. সফরে গেলে পড়বে
৬৬. বিদেশ বা স্বদেশের যে কোন অসহায় অবস্থায় পতিত হলে পড়বে
৬৭. সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পড়বে
৬৮. নিজ ঘরে পৌঁছে পড়বে
৬৯. বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়বে
৭০. বাহন হতে অবতণের সময় বা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে পড়বে
৭১. যে কোন কাজে সফলতার জন্য পড়বে
৭২. বাজারে গিয়ে পাঠ করবে
৭৩. কবর যিয়ারতের সময় পড়বে
৭৪. মাযার যিয়ারতের সময় পড়বে
৭৫. মৃত শয্যায় পতিত হলে পড়বে
৭৬. মৃত ব্যক্তির চোখ ও মুখ বন্ধ করার সময় পড়বে
৭৭. মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার সময় পড়বে
৭৮. করবস্থ করার পর পড়বে
৭৯. কবরের মাটি সমান হওয়ার পর পড়বে
৮০. কবর তৈরী হওয়ার পর পড়বে
৮১. কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পড়বে
৮২. ঈদের দিন কোলাকুলি করার সময় পড়বে
৮৩. শবে বরাতে পড়ার দোয়া
৮৪. শবে কদরে পড়ার দোয়া
৮৫. আযান ও একামতে পড়ার দোয়া
৮৬. বিয়ের আকদের সময় পড়বে
৮৭. বরকে ঘরে ঢোকানোর সময় পড়বে
৮৮. প্রথম বাসর রাতে পড়বে
৮৯. নতুন চাঁদ দেখে পাঠ করবে
৯০. পাপকর্ম সংঘটিত হলে পড়বে
৯১. আযানের সময় পড়বে

৯২. একামতের সময় পড়ার দোয়া
৯৩. আযানের পর পড়বে
৯৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় পাঠ করবে
৯৫. সাকরাতের (মৃত্যু যন্ত্রণা) সময় উপবিষ্ট ব্যক্তিরা এ আয়াত পাঠ করবে
৯৬. রোগী দেখতে গেলে সাতবার এ দোয়া পাঠ করবে
৯৭. সাদকার জন্তু যবেহের সময় পড়বে
৯৮. রাতে কুকুরের আওয়াজ শুনে পাঠ করবে
৯৯. খারাপ স্বপ্ন দেখে পড়বে
১০০. জানাযা দেখে পড়বে
১০১. মৃত্যু সংবাদ শুনে বা যে কোন মুসিবতে পাঠ করবে
১০২. বিধর্মীদের মন্দির, গীর্জা বা পুঁজা অনুষ্ঠান দেখে, তাদের পুঁজার ঘন্টা ও বাদ্যের আওয়াজ শুনে পড়বে
১০৩. উস্তাদের কবর যিয়ারতে পাঠ করবে
১০৪. ওলী-বুযর্গদের যিয়ারতে পাঠ করবে
১০৫. মৃত ব্যক্তির শোকাহত পরিবারবর্গকে সান্তনা দেয়ার দোয়া
১০৬. মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণের পড়ার দোয়া
১০৭. রেল, মোটর, রিক্সা, প্লেন (উড়োজাহাজ) ইত্যাদিতে আরোহনের দোয়া
১০৮. নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া
১০৯. কোন ষ্টেশনে বা যে কোন জায়গায় পৌঁছলে পড়বে
১১০. চোখে সুরমা লাগাতে পড়বে
১১১. কোন নেয়ামতপ্রাপ্ত হলে পড়বে
১১২. মোরগের আওয়াজ শুনলে পড়বে
১১৩. অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া
১১৪. অতি বৃষ্টি হলে এ দোয়া পড়বে
১১৫. বৃষ্টির সময় পাঠের দোয়া
১১৬. বৃক্ষে কাঁচা ফল দেখলে এ দোয়া পড়বে
১১৭. ক্ষেতের ফসল কর্তনের সময় পাঠ করবে
১১৮. বীজ বপনের সময় পড়তে হয়
১১৯. নিদ্রা যাওয়ার সময় পড়বে
১২০. ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়ার আশংকা থাকলে পাঠ করবে
১২১. কারো গৃহে ইফতার করলে পাঠ করবে

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আরহামুর রাহেমীন জাল্লা শানুহুর অনন্ত হামদ ও শুকর যিনি আমাদেরকে রাহমাতুল্লিল আলামীনের উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন, যাঁর উছিলায় আবুল বশর ছৈয়্যেদুনা আদম আলাইহিচ্ছালাম ফেরেস্তাগণের সিজদার পাত্র হয়েছেন এবং আল্লাহ্র দরবারে তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। যার কারণে ছৈয়্যেদুনা নূহ আলাইহিচ্ছালাম বিশ্বব্যাপী বন্যা হতে রক্ষা পেয়েছেন এবং ছৈয়্যেদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ্ আলাইহিচ্ছালামের জন্য নমরূদের অগ্নিকুন্ড ফুল বাগানে পরিণত হয়েছে। আরো অনেক আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুচ্ছালাম মুক্তি ও কামিয়াবি লাভ করেছেন। একান্ত দয়া ও মেহেরবানি করে আমাদেরকে তাঁর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। অশেষ দুরুদ ও ছালাম রাহমাতুল্লিল আলামিন, শফিউল মুযনেবিন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাঁর আওলাদ আছহাব আযওয়াজে মোতাহ্হারাত ও আহলে বায়াতগণের উপর, যার কারণে উম্মতে মোহাম্মদীতে গণ্য হয়ে উভয় জগতে মর্যাদার শীর্ষ স্থান আমাদের নছীব হয়েছে। ছরকারে দো'আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা দিয়েছেন-

اِنَّ الْجَنَّةَ حَرَامٌ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِيْهَا حَبِيْبِىْ وَاُمَّتُهٗ -

অর্থাৎ: সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উম্মতের জন্য বেহেস্তে প্রবেশ নিষিদ্ধ, যতক্ষণ আল্লাহ্র হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এবং তাঁর উম্মতগণ বেহেস্তে প্রবেশ করবেন না। আমরা বড় ভাগ্যবান একদিকে আল্লাহ্ করীম-রউফ-রহীম অপরদিকে আল্লাহ্র হাবীব ও করীম-রউফ-রহীম।

یارب تو کریمی ورسول تو کریم #
صد شکر که ماهشتم میان دو کریم

এদিকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আরহামুর রাহেমিন ও আকরামুল আকরামিন আর ওই দিকে নবীয়ে পাক ছাহেবে লাওলাক শফিউল মুযনেবিন রাহমাতুল্লিল আলাইমিন ও আনিছুল গরীবিন। তারপরও যদি আমরা

অলসতায় দরুদ রহমাত, বরকত, নেয়ামত, হেফাজত, ছালামত হতে বঞ্চিত থাকি তাহলে সেটা হবে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু আদেশ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ওয়াদাও প্রদান করেছেন-

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের চাহিদা পূরণ করবো। আরো এরশাদ করেছেন-

لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ

অর্থাৎ আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে না। এ জন্য আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামআতের আক্বীদা হলো, 'আল্লাহ্ পাকের রহমত হতে নিরাশ হওয়া কুফরী'।

আল্লাহ্ ছুবহানাহু ওয়াতা'আলা এরশাদ করেন-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থাৎ যদি আপনার উম্মতের ঈমানদারগণ অন্যায় আচরণ করে নিজের ক্ষতি করে বসে এবং অনুতপ্ত হয়ে আপনার কাছে এসে আল্লাহ্র দরবারে নিজের অপকর্ম হতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাছুলে মক্ববুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ও তাদের পাপ মার্জনা চায়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ্ পাককে তওবা কবুলকারী ও দয়াশীল পাবে। এ কারণে পূর্ববর্তী আম্বিয়া কেরাম ও তাঁদের উম্মতগণ সর্বদা নবীয়ে আখেরুজ্জামান ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম-এর উছিলা দিয়ে আল্লাহ্র কাছে শান্তি, মুক্তি, জয়লাভ ও সফলতা প্রার্থনা করতেন। আমাদেরকে আদেশ ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

অর্থাৎ : হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ্কে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা প্রকাশ করে তছবীহ পাঠ কর।

وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থাৎ : বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকির পর নিশ্চয় সফলকাম হবে।

وَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ـ

অর্থাৎ দাঁড়িয়ে, বসে, শয়নকালে প্রত্যেক অবস্থায় সবসময় আল্লাহ্র যিকির কর। বান্দা সব সময় সর্ব অবস্থায় সর্ব বিষয়ে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী। প্রয়োজন, চাহিদা অভাব অনটন ও টাকা-পয়সাহীন, নিঃস্ব-দরিদ্র ও সম্বলহীন সবার এবং এই সর্ববিধ বহুমুখী চাহিদা পূরণ করার একক শক্তি কাদেরে মোত্তলক (সর্বশক্তিমান) আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের কুদরতের হাতে।

আল্লাহ্ কোন কিছুর এবং কারো মুখাপেক্ষী নন। সকল বান্দা সম্পূর্ণভাবে তাঁর মুখাপেক্ষী। সুতরাং, আল্লাহ্ পাক ছোবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ দিচ্ছেন ও ঘোষণা করছেন-

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ ـ

'তোমরা সদা সর্বদা আমাকে স্মরণ কর এবং আমার যিকির করো আমি ও তোমাদের কথা স্মরণ করতঃ রহমত বিতরণে তোমাদের চাহিদা পূরণ করব'।

রাব্বুল আলামীন আপন সৃষ্টি জগতের প্রত্যেকের উপর রহমত বিতরণের জন্য আপন হাবীবে পাক কে রাহমাতুল্লিল আলামিন করে প্রেরণ করেছেন। ছরকারে কায়েনাত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন-

(وَاللهُ مُعْطِىْ وَاَنَا قَاسِمٌ) اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِىْ اَوْمُعْطِىْ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি জগতের যাকে যা দান করেন, তা আমি বন্টন করে থাকি। আমাদের কত বড় সৌভাগ্য সমস্ত সৃষ্টি জগত আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের রহমত, বরকত, নেয়ামত, যেই রাহমাতুল্লিল আলামিনের মাধ্যমে পেয়েছে, পাচ্ছে ও পাবে, আমাদেরকে ঐ রাহমাতে কায়েনাতের উম্মতে শামিল করেছেন। যিনি আমাদেরকে ওইসব দোয়া বা আল্লাহ্ পাকের কাছে চাওয়ার, প্রার্থনা করার ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন যা দ্বারা আল্লাহ্র রহমত বান্দার সাথে থাকে।

দোয়া শব্দের অর্থ ডাকা, চাওয়া, উপাসনা করা, ইবাদত করা ও প্রার্থনা করা। ইসলাম ধর্মে দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইবাদতের সারকথাই হলো দোয়া। আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম দোয়া। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রছুলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থাৎ : দোয়া ইবাদতের সারাংশ।

আরো ঘোষণা করেছেন-

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

দোয়া ঈমানদারের জন্য ইহকাল ও পরকালের সমস্ত আজাব গজব আপদ বিপদ বালা মুছিবত অভাব অশান্তি দুশমন-শত্রু হতে রক্ষা পাওয়ার, মানোবাসনা পূরণ হওয়ার এবং সব সমস্যার সমাধান কল্পে উভয় জগতে আল্লাহ্‌র রহমতের অংশীদার ও সফলমান হওয়ার জন্য আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রছূলের পক্ষ হতে মহা অস্ত্র স্বরূপ।

হাদীসে পাকে আরো আছে-"দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর'। (হাকেম)

হুযুর সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আরো বলেছেন- 'আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার চেয়ে বেশী সম্মানিত আর কিছু নেই'। (তিরমিযী)

হাদীসে পাকে কারো ইরশাদ হয়েছে-যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া প্রার্থনা করেনা, আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। (তিরমিযী)

দোয়ার মাহাত্ম্য, ফযীলত এবং গুরুত্ব

বান্দা আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করা ইবাদত। তাঁর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ ও মাধ্যম। দোয়ার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে সব কিছু চায়-প্রার্থনা করে। তাছাড়া দোয়া স্বয়ং যিকির। দোয়ার গুরুত্ব ফযীলত এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক হাদীস এসেছে। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

(১) হযরত নূ'মান বিন বশীর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এরশাদ করেন-

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

অর্থাৎ : দোয়াই হলো ইবাদত। অত:পর হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ক্বোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, মিশকাত পৃ: ১৯৪)

(২) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন-

"তোমাদের কেউ দোয়া করলে এ রকম বলবে না যে, হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করে দাও যদি তুমি চাও, আমার উপর রহমত করো যদি তুমি চাও, আমাকে রিযিক দান করো, যদি তুমি দাও বরং নিজের চাওয়ার প্রার্থনা করার উপর পূর্ণ ভরসা রেখে প্রার্থনা করতে হবে। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা যা ইচ্ছা করেন। তার উপর জবরকারী কেউ নেই।" (বুখারী-মিশকাত-১৯৪)

অর্থাৎ : যাই প্রার্থনা করবে পূর্ণ বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আস্থার সাথে করবে। কেননা, সব কিছুতো তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন এবং ইখতিয়ারাধীনে রয়েছে এরপর সন্দেহও সংশয়ের কারণ কি?

(৩) তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন, বান্দার দোয়া কবুল হয় যদি সে কোন মহাপাপ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী না হয়, আর যতক্ষণ তাহাহুড়ো না করবে। এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তাহাহুড়োর কারণ কি? ইরশাদ করেন, দোয়াকারী দোয়া করার সময় এরকম বলা বারংবার দোয়া করেছি কিন্তু নিজের জন্য কোন দোয়া কবুল হতে দেখিনি, এমতাবস্থায় সে অপারগ হয়ে দোয়া করাই ছেড়ে দেয়। (মুসলিম মিশকাত ১৯৪)

(৪) সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- 'দোয়া করতে অলসতা করো না। কেননা, যে ব্যক্তি দোয়া করতে থাকবে সে কখনো ধ্বংসে নিমজ্জিত হবে না।'

(ইবনে হাব্বান, হাকেম হিসনে হাসীন ১২ পৃ:)

(৫) হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলে সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট দোয়ার চেয়ে বেশী সম্মানিত কিছু নেই।

(৬) হাদীস শরীফে আছে-'আল্লাহর বান্দাদের দোয়া কখনো বৃথা যায় না। আর তিন অবস্থার মধ্যে অবশ্যই কবুল হয়'।

১) হয়তো বান্দার কোনো গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়।

২) অথবা তার প্রার্থিত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়াতেই প্রদান করে থাকেন।

৩) অথবা তার দোয়াকে পরকালে নেকীর ভান্ডারে পরিণত করে দেন। (এহইয়াউল উলুম কৃত: ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি)।

আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ

দোয়া হলো সর্বোত্তম যিকির। এ জন্য আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে দোয়া করার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

اُذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো অধিক পরিমাণে।

(সূরা-আহযাব, আয়াত-৪১)

আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা সব সময়, সর্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا —

অর্থাৎ : তারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে উপবিষ্ট এবং শোয়াবস্থায়ও।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করো অর্থাৎ দিবসে, রাত্রিতে জল ও স্থলভাগে, সুখে-দু:খে, আবাস-প্রবাসে, সুস্থে-অসুস্থে অভাব-অনটনে ঐশ্বর্যে-প্রাচুর্যে এবং জাহির ও বাতিনে আল্লাহ্কে স্মরণ করো।

রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন-আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-

اِذَا ذَكَرَنِىْ عَبْدِىْ فِىْ نَفْسِهٖ ذَكَرْتُهٗ فِىْ نَفْسِىْ وَاِذَا ذَكَرَنِىْ فِىْ مَلَاءٍ ذَكَرْتُهٗ فِىْ مَلَاءٍ خَيْرٍ فِىْ مَلَاءِهٖ وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ مِنِّىْ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا مَشٰى اِلَىَّ هَرْوَلْتُ اِلَيْهِ —

অর্থাৎ আমার বান্দা যদি আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে আমিও তাকে স্মরণ করি আমার অন্তরে। যদি সে আমাকে দল সহকারে স্মরণ করে, আমিও তাকে তদপেক্ষা উত্তম দলে স্মরণ করি। আর বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই। আর সে যদি একহাত অগ্রসর হয়, আমিও তার দিকে উভয় বাহু বিস্তৃত পরিমাণ অগ্রসর হই। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তাঁর দিকে দৌড়িয়ে যাই।

হুযুর সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

مَنْ شَغَلَهٗ ذِكْرِىْ عَنْ مَسْئَلَتِىْ اَعْطَيْتُهٗ اَفْضَلَ مَا اُعْطِى السَّائِلِيْنَ

অর্থাৎ : যে ব্যক্তিকে আমার যিকিরের মগ্নতা আমার দরবারে দোয়া বা প্রার্থনা করা হতে বিরত রাখে আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়ে অধিক দান করে থাকি। হুযুর করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّرْتَعَ فِىْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيُكْثِرْ ذِكْرَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ —

অর্থাৎ : যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পায়চারি ও চলাফেরা করতে আগ্রহী, সে যেন আল্লাহ্ তায়ালাকে বেশী করে স্মরণ করে।

হুযুর সৈয়্যদে আলম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক এ দোয়াটি একশতবার পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা এ দোয়া পাঠকারীকে দশজন গোলাম আজাদ করার সওয়াব দান করেন। তার আমলনামায় একশত নেকী লেখা হয়, একশত পাপ ক্ষমা করা হয়, সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে হেফাজত করা এবং এর চেয়ে উত্তম আর কোন আমল হয় না। যে এর চেয়ে বেশী পাঠ করে তার সওয়াব হবে ততোই বেশী। দোয়াটি নিম্নরূপ:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ —

হুযুর আরো ইরশাদ করেন-আমার এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের শ্রেষ্ঠতম যিকর হচ্ছে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ —

অর্থাৎ : আল্লাহ্ এক, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

(মোকাশেফাতুল কুলুব কৃত: ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

এভাবে দোয়ার ফযিলত, গুরুত্ব-মাহাত্ম্য এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উক্তি রয়েছে অগণিত হাদীস সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীন এবং পূর্ব ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এসব দোয়া অজিয়াস্বরূপ পাঠ করতেন। যে কোন মুসিবত, বালা-দুদর্শা, দুর্ঘটনা এবং কোন সমস্যার সমাধানে তাঁরা এসব দোয়ার দিকে শরণাপন্ন হতেন। এ দোয়ার বদৌলতে সব সমস্যার সমাধান পেয়ে যেতেন তারা। এসব দোয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তাঁরা অনেক কিতাব ও লিখেছেন। যার গণনা করা খুবই কঠিন। এর মধ্যে অনেকগুলো খুব দীর্ঘ যা আয়ত্ব করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি নিত্য প্রয়োজনীয় দোয়াসমূহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছি। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরামগণ যেহেতু দোয়ার গুরুত্ব, ফযিলত এবং প্রয়োজনীতা সম্পর্কে বেশী সচেতন ছিলেন, কিন্তু বর্তমানে অনেকে এসব দোয়া-দুরুদের বই দেখে বিরূপ মন্তব্য করতেও লজ্জা করে না। বর্তমান যুগে এসব বই অচল বলেও অনেকে মন্তব্য করেন। এগুলো তাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। উর্দু-আরবী ও ফার্সীতে এ সম্পর্কিত কিতাবের সংখ্যা গণনা করাও কারো পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত কিতাব খুবই কম। আর যেগুলো আছে, সেগুলোর মধ্যে কতগুলো বাজারী ব্যবসায়ীদের নগ্ন থাবার শিকার। একেকজন একেকটি বই দেখে যথেচ্ছা লিখেছে যেগুলোর অধিকাংশ পড়ার অযোগ্য, এমনকি অনেকগুলোতে ভুলের সমাহার দেখে আফসোস করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের এসব অজ্ঞাত বাজারী মৌলভী-মোল্লাদের থেকে রক্ষা করুন। আলোচ্য গ্রন্থে মানুষের ইহকাল ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনীয় দোয়া সন্নিবেশিত হয়েছে। এটা পড়ে আমল করার চেষ্টা করুন। নিজ জীবনকে ধন্য করুন। এই কিতাবে যেটুকু সম্ভব মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব দোয়াই সংগৃহিত ও সংকলিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক জাল্লাশানুহু এই অধম গুনাহ্গারের এবং পাঠকবৃন্দের পক্ষ থেকে এ নগণ্য চেষ্টা কবুল করে উভয় জগতের মুক্তি, শান্তি, নাজাত ও কামিয়াবী নসীব করুন, আমিন! এয়া রাব্বুল আলামীন বেজাহে হাবিবিহি রাহমাতাল্লিল

আলামীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া আহলে বায়তিহি ওয়া আলাইনা মা''আহুম আজমাইন।

(১) সকাল ও সন্ধ্যা এবং পানাহারের আগে পড়লে ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যায়-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ —

উচ্চারণ: বিছমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু তা'আ ইছমিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিচ্ছামায়ে ওয়াহুয়াচ্ছামিউল আলীম।

অর্থ : আল্লাহ্র নামে আরম্ভ; যাঁর নাম নিলে জমিন ও আসমানের কোন বস্তু ক্ষতি করতে পারেনা।

(২) ছৈয়্যেদুল এস্তেগফার

সকাল-সন্ধ্যায় পড়লে বেহেস্তির তালিকায় নাম উঠবে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُبِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানি ওয়া আনা আবদুকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাছ্তাতাতু আউজু বিকা মিন শাররে মাছানায়াতু আবুউ লাকা বেনেয়ামাতিকা আলাইকা ওয়া আবুউ বেযানবি ফাগফিরলি ফাইন্নাহু লাইয়াগ ফেরুজজুনুবা ইল্লা আনতা।

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা, আর আমি যতদুর সক্ষম তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর রয়েছি।

(৩) সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করলে দোজখ হতে মুক্তির সু-সংবাদ রয়েছে

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান্নার।

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমাকে দোযখ থেকে মুক্তি দাও।

(৪) এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের কতিপয় হক রয়েছে। সাক্ষাৎ হলে ছালাম দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা। পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়া, নিজের জন্য যা ভালবাসে অপর মুসলমানের জন্য তা ভালবাসা, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে অপর মুসলমানের জন্য তা অপছন্দ করা, রোগাক্রান্ত হলে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুর সংবাদ পেলে জানাযায় শরীক হওয়া, সর্ব ব্যাপারে সৎ পরামর্শ দেওয়া ইত্যাদি।

(৫) হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে শুনলে ইয়ারহামুকাল্লাহ্ বলা, আবার যে হাঁচি দিয়েছে সে বলবে-

يَهْدِيْكَ اللهُ —

উচ্চারণ : ইয়াহদিয়াকাল্লাহ্।

অর্থ : আল্লাহ্ তোমাকে দেহায়ত দান করুন।

(৬) পরস্পর সাক্ষাত হলে-

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া ছুন্নাত, তার জওয়াব দেয়া ওয়াজিব। সালাম দেয়ার সময় কমপক্ষে আচ্ছালামু আলাইকুম বলবে, জবাবে ওয়া আলাইকুমুচ্ছালাম বলবে। সম্ভব হলে 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' বলবে, উত্তরেও

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ —

উচ্চারণ : ওয়াআলাইকুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

অর্থ : তোমাদের উপর শান্তি, আল্লাহ্র দয়া এবং বরকত অবতীর্ণ হোক।

এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎকালে সালামের পর উভয়ই হাতে মোছাফাহা (মোলাকাত) করা ছুন্নাত।

উল্লেখ্য যে, মহিলাদের সাথে মোছাফাহা করা হারাম।

মোছাফাহা করার সময় উভয়ে বলবে-

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ —

উচ্চারণ : ইয়াগফেরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম।

অর্থ : আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন।

(৭) হাই আসলে বলবে-

হাইয়ের সময় বাম হাতের তালু দ্বারা মুখ বন্ধ করবে। সাবধান! মুখ খোলা রাখবেনা, এতে শয়তান খুশি হয়। আল্লাহ্ ও রাছুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম অসন্তুষ্ট হন। এসময় পড়বে-

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ —

উচ্চারণ : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আজীম।

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষমতা ও শক্তি নেই, যিনি সুউচ্চ ও মহান মর্যাদাবান।

(৮) ইন্না লিল্লাহি পড়ার বর্ণনা-

কেবল মৃত্যুর সংবাদই নয়, বরং কোন দু:খজনক ঘটনা সংঘটিত হলে এমনকি কাঁটা বিদ্ধ হলে, বাতি নিভে গেলে, কোন কিছু হারিয়ে গেলেও পাঠ করবে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ —

উচ্চারণ : ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইয়াইহে রাজেউন।

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং নি:সন্দেহে আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

(৯) আল্ হাম্দুলিল্লাহ্ পড়ার বর্ণনা-

যে কোন সু-সংবাদ শুনে, শান্তি, উন্নতি ও সফলতা লাভ করে, যে কোন পন্দনীয় কর্মে বলবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ —

উচ্চারণ : আল্ -হাম্দুলিল্লাহ্।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য।

(১০) ছোব্হানাল্লাহ্ পড়ার বর্ণনা-

যে কোন আশ্চর্যজনক বিস্ময়কর ও রহস্যপূর্ণ সংবাদ কিংবা ঘটনাবলী, আল্লাহ্র কুদরত, নবীর মুজেযা এবং ওলীর কারামত ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে বলবে-

سُبْحَانَ اللهِ —

উচ্চারণ : ছোব্হানাল্লাহ্। অর্থ : আল্লাহ্রই পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(১১) নাউজুবিল্লাহ্ পড়ার বর্ণনা-

আল্লাহ্, নবী, ওলী বা যাদের বা যে বস্তুর শ্রদ্ধাপ্রদর্শন, ভক্তি করা ঈমানদারের জন্য অত্যাবশ্যক, সেগুলোর বিপরীত কেউ করেছে, বলেছে লিখেছে জানলে-শুনলে বা প্রত্যক্ষ করলে বলবে-

نَعُوْذُ بِاللهِ —

উচ্চারণ : নাউজুবিল্লাহ্। অর্থ : আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(১২) বিছমিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে-

পানাহারের শুরুতে বিছমিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হয়, পাঠ করবে-

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু।

অর্থ : আল্লাহ্র নামেই আরম্ভ এবং শেষ করছি।

(১৩) মৃত ব্যক্তির মুখ দেখার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْهُ وَارْحَمْهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَاجْعَلْ اٰخِرَتَهٗ خَيْرًا مِّنْ دُنْيَاهُ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরহু ওয়ারহামহু ওয়া তাজাওয়াজ আন্হু ওয়াজআল আখিরাতাহু খাইরাম মিন দুনিয়াহু।

অর্থ : হে আল্লাহ্! তাকে ক্ষমা করো, তাকে দয়া করো, পাপাচার থেকে তাকে দূরে রাখো এবং তার পরকালকে ইহকালের চেয়ে কল্যাণময় করে দাও।

(১৪) বিতিরের নামাজের পর উচ্চস্বরে তিনবার পড়বে-

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ —

উচ্চারণ : ছোবহানাল্ মালেকিল কুদ্দুছ।

অর্থ : পবিত্রতা বর্ণনা করছি, সর্ব অধিপতি পবিত্রতম সত্ত্বার।

(১৫) শৌচাগারে প্রবেশ করতে পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবাইছে।

অর্থ : হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(১৬) শৌচাগার হতে বের হয়ে পড়বে-

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَ عَنِّىْ مَا اٰذَانِىْ وَاَبْقٰى لِىْ مَا يَنْفَعُنِىْ —

উচ্চারণ : গোফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্ লাজি আখরাজ আন্নি মা আযানি ওয়া আবকালি মা ইআনফাউনি।

অর্থ : আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য। যিনি আমার নিকট থেকে কষ্ট দায়ক বস্তু বের করে দিয়েছেন এবং আমার জন্য যা উপকারী তা অবশিষ্ট রেখেছেন।

(১৭) কাউকে বিপদগ্রস্থ বা খারাপ কাজে লিপ্ত হতে দেখলে অথবা রোগ-শোক, দু:খ-দুর্দশায় পতিত দেখে পাঠ করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا —

উচ্চারণ : আল্হামদুলিল্লাহিল্ লাজি আফানি মিম্মাবতালাকা বিহি ওয়া ফাদ্দালানি আলা কাছিরিম মিম্মান খালাকা তাফদ্বিলা।

(১৮) ওজুর পর অবশিষ্ট পানি পান করতে পড়বে-

ওজুর পর ওজুর অবশিষ্ট পানি হতে এক অঞ্জলী পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পাঠ করে পান করবে। রোগ মুক্তির জন্যও এ দোয়া পাঠ করা খুবই উপকারী ও ফলদায়ক।

اَللّٰهُمَّ اشْفِنَا بِشِفَائِكَ وَادْوِنَا بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنَا مِنَ الْوَهْلِ وَالْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আশফেনা বিশেফাইকা ওয়াদবে না বেদাওয়াইকা ওয়া আছেমনা মিনাল ওআহলে ওয়াল আমরাজে ওয়াল আওজা।

(১৯) রোগীকে দেখতে গিয়ে তার শয্যাপাশে পাঠ করবে-

لَابَاسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰى اَسْئَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ —

উচ্চারণ : লা বাছা তুহুরুন ইনশাআল্লাহু তায়ালা আছয়ালুলাল্লাহাল আজীম রাব্বাল আরশাল করীম আঁই ইয়াশফিআকা।

(২০) গাড়িতে উঠার সময় পড়বে-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّالَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ —

উচ্চারণ : ছোবহানাল্লাজি ছাখ্খারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনিন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালেবুন।

(২১) জলপথে নৌকা, ষ্টীমার, জাহাজ ইত্যাদিতে আরোহন করার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ —

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহে মাজরিহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গফুরুর রহীম।

(২২) আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ وَحَرِّمْ وَجْهِىْ عَلَى النَّارِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা কামা হাচ্ছানতা খাল্‌কি ফাহাচ্ছেন খোলুকি ওয়া হাররিম ওয়াজহি আলান নার।

অর্থ : হে আল্লাহ্! যেমনিভাবে তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছো, তেমনিভাবে আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও এবং আমার চেহারাকে দোযখের জন্য হারাম করে দাও।

(২৩) স্ত্রী সহবাসে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا -

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নেবনাশ্‌শায়তানা ওয়াজান্নেবিশ শয়তানা মা রাজাক্বতানা।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে শয়তান হতে দূরে রাখো এবং আমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছো তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো।

(২৪) সহবাসের সময় মনে মনে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ نَصِيْبًا فِيْمَا رَزَقْتَنَا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লা তাজআল লিশশয়তানে নছীবান ফি-মা রাজাক্বতানা।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমাদেরকে যে রিয্‌ক দান করেছো, তাতে শয়তানের জন্য অংশ নির্ধারণ করোনা।

(২৫) মসজিদে যাওয়ার সময় পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —

উচ্চারণ : আউজুবিল্লাহিল আজীম ওয়া বেওয়াজহিহিল করিম মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।

অর্থ : আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ সত্ত্বার ওসিলায় বিতাড়িত শয়ত্বানের অনিষ্ঠ হতে।

(২৬) মসজিদে প্রবেশের সময় পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَارْحَمْنِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহে ওয়াল্ হামদুলিল্লাহ্ ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছুলিল্লাহ্ আল্লাহুম্মাগফির লিজুনুবি ওয়ারহামনি ওয়াফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা ওয়া ছাহ্‌হিল লানা আবওয়াবা রিজকেকা নাওয়াতু ছুন্নাতাল এতেকাফ।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর।

হে আল্লাহ্, আমার গুনাহ্‌গুলো ক্ষমা করে দাও, আমাকে দয়া করো, আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ উম্মুক্ত করে দাও এবং আমাদের জন্য তোমার রিযকের দ্বারসমূহ সহজ করে দাও। আমি সুন্নাত এ'তেকাফের নিয়ত করলাম।

(২৭) মসজিদে প্রবেশ করে পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ ــ

উচ্চারণ : আচ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা এবাদিল্লাহিচ্ছালেহীন।

অর্থ : আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

(২৮) মসজিদ হতে বের হয়ে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيْطَانِ ــ

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহ্ ওয়াল হামদুলিল্লাহ্ ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলা রাছুলিল্লাহ্ আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন ফাদলিকা ওয়াছিমনি মিনাশ্ শায়তান।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। দুরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আল্লাহ্‌র রাসূলের উপর।

হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। আর আমাকে শয়তান হতে রক্ষা করো।

(২৯) ওজু করার সময় বিছমিল্লাহ্ পড়ার পর এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ فِىْ رِزْقِىْ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরলি যানবি ওয়া ওয়াচ্ছেয়লি ফি দারি ওয়া বারেকলি ফি রিজকি।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমার গুনাহ্ ক্ষমা করো, আমার ঘরে প্রশস্ততা দাও এবং আমার রিযকে বরকত দাও।

(৩০) কোন কিছু পছন্দ হলে বলবে-

مَاشَآءَ اللهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ــ

উচ্চারণ : মাশাআল্লাহু লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

অর্থ : আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, আল্লাহ্‌র শক্তি ব্যতীত আমাদের কোন সামর্থ ও শক্তি নেই, তিনি সুউচ্চ সুমহান।

(৩১) পানাহারের সময় বলবে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ــ

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু করুলাময়।

(৩২) শুরুতে বিছমিল্লাহ্ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হলে পাঠ করবে-

بِسْمِ اللهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ــ

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহে আওয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।

অর্থ : আল্লাহ্‌র নামে এর আরম্ভ এবং সমাপ্ত।

(৩৩) পানাহারের পর হাত উত্তোলণ করে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ،
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ ــ

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আতআমানা ওয়াছাকানা ওয়াজআলানা মিনাল মুছলেমিন আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিয়হে ওয়া আতইমনা খায়রাম মিনহু।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে ভক্ষণ করিয়েছেন ও পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং এর চেয়ে উত্তম বস্ত আমাদেরকে খাওয়ার তাওফিক দান করুন।

(৩৪) দুধ পানের পর বলবে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারেক লানা ফিহে ওয়াযিদনা মিনহু।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এর মধ্যে বরকত দান করুন এবং আমাদের রিয্ক আরও বাড়িয়ে দিন।

(৩৫) অন্যের ঘরে বা কারো পক্ষ হতে খেলে বা পান করলে বলবে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَاَطْعِمْهُمْ مَنْ اَطْعَمَنَا وَاسْقِ مَنْ سَقَانَا ـــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারেক লাহুম ফিমা রাজাকতাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ালহামহুম ওয়াতয়িম হুমমান আত আমানা ওয়াছকে মান ছাকানা।

অর্থ : হে আল্লাহ্, তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছেন তাতে বরকত দান করুন, তাদেরকে ক্ষমা করুন, তাদেরকে দয়া করুন, আর যারা আমাদেরকে খাদ্য দিয়েছেন তাদেরকে খাদ্য দান করুন এবং আমাদেরকে যারা পান করিয়েছেন তাদেরকে পান করান।

(৩৬) জমজমের পানি পানের সময় (দাঁড়িয়ে) পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا وَّ رِزْقًا وَّاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ـــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা ইলমান নাফেয়ান ওয়া আমলান মুতাকাব্বালান ওয়া রিজকান ওয়াছেয়ান ওয়া শিফায়ান মিনকুল্লে দায়িন।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি তোমার নিকট উপকারী এলম, গ্রহণযোগ্য আমল, প্রশস্ত রিয্ক এবং সকল রোগ থেকে আরোগ্য প্রার্থনা করছি।

(৩৭) ইফতারের সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ ـــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিজকেকা আফতারতু ফাগফিরলি মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখখারতু ওয়ামা আছরারতু ওয়া মা আলানতু।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি, তোমার রিযক দ্বারা ইফতার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে পূর্বাপর সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও এবং গোপন ও প্রকাশ্য গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।

(৩৮) ইফতারের পর পড়বে-

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـــ

উচ্চারণ : জাহাবাজ জামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহু তাআলা।

অর্থ : তৃষ্ণা চলে গেছে, রগসমূহ সজীব হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ তাআলা প্রতিদান সাব্যস্ত হয়েছে।

(৩৯) শোয়ার সময় পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادُكَ ـــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বেইছমেকা আমুতু ওয়া আহ্য়া বেইছমেকা রাব্বি ওয়াদ্বাতু জানবি ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমছাকতা নাফছি ফাগফির লাহা ওয়া ইন আরছালতাহা ফাহ্ফিজহা বিমা তাহ্ফাজু বিহি এবাদাকাচ্ছালেহিন আল্লাহুম্মা কেনি আযাবাকা ইয়াউমা তুবআছু ইবাদুকা।

অর্থ : হে আল্লাহ্ তোমারই নামে মৃত্যুবরণ করবো এবং জীবিত হবো। হে আমার প্রতিপালক তোমারই নামে আমার পার্শ্বদেশ রাখলাম। তোমারই উসিলায় তা উত্তোলন করবো। যদি আমার নফসকে রেখে দাও। তবে তাকে ক্ষমা করে দাও। যদি ছেড়ে দাও, তাহলে তাকে তোমার নেককার বান্দাদের মতো হেফাজত করো। হে আল্লাহ্, পুণরুত্থান দিবসে আমাকে ক্ষমা করো।

(৪০) নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে পাঠ করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ الْبَعْثُ وَالنُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আহয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিল বা'ছু ওয়ান্নুশুর।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদান করার পর জীবিত করেন। তাঁরই দিকে পুনঃরুত্থান হবে।

(৪১) প্রবল বর্ষণ এবং ঝড়ের সময় পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَهَا وَخَیْرَ مَا فِیْهَا وَخَیْرَمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِیْهَا وَشَرِّمَا اُرْسِلَتْ بِهٖ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মাফিহা ওয়া খায়রা মা উরছেলাত বিহি ওয়া আউজুবেকা মিন শাররেহা ওয়া শাররে মাফিহা ওয়া শাররে মা উরছেলাত বিহি।

অর্থ : হে আল্লাহ্, আমি এর কল্যাণ এর মধ্যেকার কল্যাণ এবং এর সাথে প্রেরণকৃত কল্যাণ কামনা করছি, আর এর অমঙ্গল থেকে, এর মধ্যেকার অমঙ্গল এবং এর সাথে প্রেরিত অমঙ্গল থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(৪২) নক্ষত্র খসে পড়তে দেখলে ওই দিকে তাকাবে না, এই দোয়া পড়বে-

مَاشَاءَ اللّٰهُ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ —

উচ্চারণ : মাশাআল্লাহু লা হাওলা ওয়ালাকুয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীইল আজীম।

অর্থ : আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেছেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবার অন্য কোন শক্তি ও সামর্থ নেই, তিনি সুউচ্চ সুমহান।

(৪৩) মেঘের গর্জন শুনে পড়বে-

یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیْفَتِهٖ اَللّٰهُمَّ لَاتَقْتُلْنَا
بِغَضَبِكَ وَلَاتُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ —

উচ্চারণ : ইউছাব্বেহুর রা'দু বেহামদিহি ওয়াল মালায়েকাতু মিন খিফাতিহি আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বেগাজাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বে আজাবিকা ওয়া আফেনা কাবলা জালিকা।

অর্থ : রাদ তাঁর প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করছে এবং ফেরেশতারা তার ভয়ে রয়েছে, হে আল্লাহ্, আমাদেরকে তোমার গযব দ্বারা মেরোনা স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করোনা আর এর পূর্বেই আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করো।

(৪৪) ছেলে সন্তান বাধ্য হওয়ার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে-

رَبِّ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ
الْمُسْلِمِیْنَ —

উচ্চারণ : রাব্বে আছলিহলি ফি জুরিররয়াতি ইন্নি তুবতু ইলাইকা ওয়াইন্নি মিনাল মুছলেমিন।

অর্থ : হে প্রভু, আমার বংশধরদের সংশোধন করে দাও। আমি তোমার কাছে তওবা করছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৫) স্ত্রী পুত্র বাধ্য হওয়ার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় পড়বে-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْیُنٍ وَّاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِیْنَ اِمَامًا —

উচ্চারণ : রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজেনা ওয়া জুররিয়াতিনা কুররাতা আইউনিও ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।

(৪৬) কাপড় পরিধানের সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ وَرَزَقَنِیْهِ بِغَیْرِ حَوْلٍ مِّنِّیْ وَلَاقُوَّةٍ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِهٖ وَخَیْرِ مَا هُوَ لَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ
شَرِّهٖ وَشَرِّمَا هُوَلَهٗ —

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল লাজি কাছানি হাজা ওয়া রাজাকানিহি বেগাইরে হাওলিম মিন্নি ওয়ালা কুয়াতিন আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা মিন খাইরিহি ওয়া খাইরে মা হুয়ালাহু ওয়া আউজুবিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররে মা হুয়া লাহু।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য। যিনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার প্রচেষ্টা শক্তি সামর্থ ব্যতীত আমাকে তা নসীব করেছেন। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ কামনা করছি এবং উহার কল্যাণ যার জন্য তা বিদ্যমান। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি এর অনিষ্ট থেকে এবং যার জন্য তা রয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।

(৪৭) ফরয নামাযের ছালাম ফিরিয়ে উচ্চ স্বরে পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ خُذْ بِيَدِيْ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَاَزْوَاجِكَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ —

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহই ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইউন লা ইয়ামুতু বে ইয়াদিহির খাইর ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর খোজ বেয়েদি এয়া রাছুলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইকা ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ওয়া আজওয়াজিকা ওয়া আহলে বাইতেকা ওয়া বারাকা ওয়াছাল্লামা।

অর্থ : আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, কল্যাণ তাঁরই কব্জা ও কুদরতের অধীন। তিনি সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী। হে আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাকে সাহায্য করুন। রহমত বর্ষণ অবতীর্ণ হোক তোমার পরিবার পরিজন, সাহাবা সকলের উপর এবং অবতীর্ণ হোক বরকত ও শান্তি।

(৪৮) আজানের পর হাত উত্তোলণ করে পড়বে-

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ وَاَزْوَاجِكَ وَاَهْلِ بَيْتِكَ اَجْمَعِيْنَ —

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَاِ الَّذِيْ وَعَدْتَهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ —

উচ্চারণ : আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শরীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু আলাইকা এয়া রাছুলাল্লাহ্ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আছহাবিকা ওয়া

আজওয়াজিকা ওয়া আহলে বাইতিকা আজমাঈন আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজেহিদ্দা ওয়াতিতাম্মাতে ওয়াচ্ছালাতিল কায়েমাতে আতে মুহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফজিলাতা ওয়াদ্দারজাতার রাফিয়াতা ওয়াবআছহু মাকামাম মাহমুদানিললাজি ওয়াদতাহু ওয়ারজুকনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল কেয়ামাতে ইন্নাকা লা তুখলেফুল মিয়াদ বেরাহমাতিকা ইয়া আরহামাররাহেমিন।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আর সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক আপনার উপর হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার পরিবার, সাহাবা, বিবিগণ ও গৃহবাসীগণ সকলের উপর।

হে আল্লাহ্, এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু আপনি। হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দান করুন ওয়াসিলা, মর্যাদা ও সুউচ্চ মর্তবা এবং তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন বেহেশতের প্রশংসিত স্থানে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। আর কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর সুপারিশ নসীব করুন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা। হে দয়ালুদের মধ্যে বড় দয়ালু আপনার দয়াই কাম্য।

(৪৯) কোরবানীর দোয়া-

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذِهِ الْاُضْحِيَّةَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ حَبِيْبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ —

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ —

উচ্চারণ : ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাচ্ছামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওমা আনা মিনাল মুশরেকীন আল্লাহুম্মা ইন্না ছালাতি ওয়া নুছুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন লা শরীকালাহু ওয়া বেজালেকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুছলেমিন আল্লাহুম্মা

তাকাব্বাল হাজেহিল উদহিয়াতা মিন ...(অমুক)... কামা তাকাব্বালতা মিন খলিলেকা ছৈয়্যেদেনা ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম ওয়া মিন হাবীবেকা ছৈয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন আলাইহিচ্ছালাত ওয়াচ্ছালাম আল্লাহুম্মা হাজা মিনকা ওয়ালাকা বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবর। (এখানে ফুলানা (অমুক) এর স্থলে কোরবানী দাতার নাম বলবেন)।

(৫০) আক্বীক্বার দোয়া-

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْهَا فِدَاءً لَّهٗ مِنَ النَّارِ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَلَكَ ــ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হাজেহি আক্বিকাতু (অমুক) দামুহা বেদামেহি ওয়া লাহমুহা বেলাহমিহি ওয়া আজমুহা বে আজমেহি ওয়া জিলদুহা বেজিলদেহি ওয়া শা'রুহা বেশা'রেহি আল্লাহুম্মা ফাজআলহা ফেদায়ান লাহু মিনান্নার ইন্নি ওজ্জাহতু ওজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাচ্ছামাাওয়াতে ওয়াল আরদা হানিফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন। ইন্না ছালাতি ওয়া নুছুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন লা শরীকালাহু ওয়া বেজালেকা উমেরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুছলেমীন আল্লাহুম্মা হাজা মিনকা ওয়ালাকা বিছমিল্লাহে আল্লাহু আকবর।

ছেলে হলে বলবে-

بِدَمِهٖ، بِلَحْمِهٖ، بِعَظْمِهٖ، بِجِلْدِهٖ، بِشَعْرِهٖ، فِدَاءٌ لَّهٗ ــ

উচ্চারণ : বেদামেহি, বেলাহমেহি বেআজমেহি, বেজিলদেহি, বে শারেহি, ফেদায়ানা লাহু।

আর মেয়ে হলে-

بِدَمِهَا، بِلَحْمِهَا، بِعَظْمِهَا، بِجِلْدِهَا، بِشَعْرِهَا، فِدَاءٌ لَّهَا ــ

উচ্চারণ : বে দামেহা, বেলাহমেহা বেআজমেহা, বেজিলদেহা, বেশারেহা, ফেদায়ান লাহা বলবে।

(৫১) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র ধাত্রি বা উপস্থিত যে কেউ পবিত্র অবস্থায় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি উইযু বিকা ওয়াজুর রিয়াতাহা মিনাশ শায়তানির রাজীম।

(৫২) সন্তানকে গোসল দিয়ে আজান দেওয়ার পর মধু পান করানোর সময় পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ــ

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররু মা ইছমিহি শাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিচ্ছামায়ি ওয়াহুয়াচ্ছামিউল আলিম আল্লাহুম্মা ইন্নি উইজুহা বিকা ওয়া জুরিয়াতাহা মিনাশ শায়তানির রাজীম।

(৫৩) ক্বোরআনে মজিদ তেলাওয়াতের আগে ও পরে এই দুরুদ শরীফ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ دِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَبِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا ــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছৈয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ওয়াআলা আলে ছৈয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন বেআদাদে মা ফি জামিইয়িল ক্বোরআনে হারফান হারফা ওয়াবে আদাদে কুল্লে হারফিন আলফান আলফা।

(৫৪) ছুরা তীন শরীফ এর আখেরী আয়াত পড়ার পর বলবে-

بَلٰى اَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ —

উচ্চারণ :বালা আন্তা আহকামুল হাকেমিন ওয়াআনা আলা জালিকা মিনাশ শাহেদিনা ওয়াশশাকেরিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

(৫৫) ছুরা আররাহমান শরীফের প্রত্যেক ফাবে আইয়ে আলা-য়ি রাব্বেকুমা তুকাজ্জেবান এর পর বলবে-

لَابِشَيْئٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ —

উচ্চারণ : লা বে শাইয়িমমিন নিয়ামেকা রাব্বানা নুকাজ্জেবু ফালাকাল হামদু।

(৫৬) ছুরা তাওবার শুরুতে বিছমিল্লাহ পড়বে না বরং এই দোয়া পড়ে শুরু করবে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْكُفَّارِ وَمِنْ غَضَبِ الْجَبَّارِ اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ —

উচ্চারণ : আউজুবিল্লাহি মিনান্নার ওয়া শারিরল কুফ্ফার ওয়া মিন গাজাবিল জাব্বার আলইজ্জাতু লিল্লাহি ওয়ালে রাছুলিহি ওয়ালিল মোমেনীন।

(৫৭) ছুরা লা উকছেমু বেইয়াউমিল কিয়ামার শেষে বলবে-

بَلٰى

উচ্চারণ : বালা।

(৫৮) ছুরা মুরছেলাত পাঠ শেষে বলবে-

اٰمَنَّتْ بِاللّٰهِ —

উচ্চারণ : আমানতু বিল্লাহ্।

(৫৯) ছুরা ছাব্বেহ্ ইসমা রাব্বেকাল আলা এর পূর্বে পাঠ করবে-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى —

উচ্চারণ : ছুবহানা রাব্বিয়াল আলা।

(৬০) ছুরা নছর বা ইযায়াজা আনাছরুল্লাহের শেষে পড়বে-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ —

উচ্চারণ : ছোবহানাল্লাহি ওয়াবেহামদিহি ছোবহানাল্লাহিল আজিম ওয়াবেহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহ্।

(৬১) যে কোন কাজের আগে পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(৬২) যে কোন মুসিবতের সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আজিরনি ফি মুছিবাতি ওয়া আখলুফনি খায়রাম মিনহা।

(৬৩) খতমে ক্বোরআনে মজীদের সময় ছুরা ওয়াদ্দোহা হতে ছুরা নাছ পর্যন্ত প্রত্যেক ছুরা শেষ করার পর এই তকবীর পড়বে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ —

উচ্চারণ : আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

(৬৪) জানাযা দেখলে পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ —

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ছোবহানাল হাইয়িল লাজি লা ইয়ামুতু।

(৬৫) ছফরে যাওয়ার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْحَبْنَا بِنُصْحَةٍ وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ اَللّٰهُمَّ اَزْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আনতাচ্ছাহেবু ফিচ্ছাফরে ওয়াল খালিফাতু ফিল আহলে আল্লাহুম্মা আছহাবনা বে নুছহাতিন ওয়া আকবিলনা বেজিম্মাতিন আল্লাহুম্মা আতজবে লানাল আরদা ওয়া হাব্বেন আলাইনাচ্ছাফরা ইন্নি আউজু বেকা মিন ওয়াছাইচ্ছাফরে ওয়া কাবাতিল মুনকালাবে ওয়া ছুইল মানজারে ফিল মালে ওয়াল আহলে ওয়াল ওয়ালাদে।

(৬৬) বিদেশে বা স্বদেশে কোন অসহায় অবস্থায় পতিত হলে পড়বে-

يَاعِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللهِ اَعِيْنُوْنِىْ رَحِمَكُمُ اللهُ —

উচ্চারণ : এয়া এবাদাল্লাহি আইনুনি এয়া এবাদাল্লাহে আইনুনি রাহেমাকুমুল্লাহ।

(৬৭) সফর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ اَئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ —

উচ্চারণ : লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা সাজেদুন লেরাব্বেনা হামেদুন ছাদাকাল্লাহু ওয়াদাহু ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাজামাল আহজাবা ওয়াহদাহু।

(৬৮) নিজ গৃহে পৌঁছে পড়বে-

تَوَّابًا تَوَّابًا لِرَبِّنَا اَوَّابًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا —

উচ্চারণ : তাওবান তাওয়াবান লেরাব্বেনা আওয়াবা লা ইউগাদেরু আলাইনা হাওবা।

(৬৯) বৃষ্টি বর্ষণের সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফেয়ান।

(৭০) জল পথ বা স্থল পথে বাহন হতে অবতরণের সময় গন্তব্যস্থলে উপনীত হলে পড়বে-

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مَنْزِلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا —

উচ্চারণ : রাব্বে আনজেলনি মানজালাম মোবারাকান ওয়া আনতা খাইরুল মোনজেলিন। রাব্বে আদখেলনি মাদখালা ছিদকিও ওয়া আখরেজনি মাখরাজা ছিদকিও ওয়াজা আললি মিল্লাদুনকা ছোলাতানান নাছিরা।

(৭১) সব কাজে সফলতার জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় ৪১ বার পড়ে উভয় হাতে ফুঁক দিয়ে মুখে মছেহ করবে-

يَاعَزِيْزُ

উচ্চারণ : ইয়া আজিজু।

(৭২) বাজারে গিয়ে পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ —

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহই ওয়া ইউমিতু ওয়াহুয়া হাইউন লাইয়ামুতু বেয়াদেহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।

(৭৩) কবর জেয়ারতের সময় এই দোয়া পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَااَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاِنَّا اِنْشَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ اَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ فَنَسْئَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالسَّلَامَةَ —

উচ্চারণ : আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরে মিনাল মুমেনীনা ওয়াল মোমেনাত ওয়াল মোসলেমীনা ওয়াল মোছলেমাত ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু

বেকুম লাহেকুন আনতুম লানা ফারাতুন ওয়ানাহনু লাকুম তাবউন ফানাছ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা ওয়ার রাহমাতা ওয়াচ্ছালামাতা।

(৭৪) আওলিয়ায়ে কেরামের মাযার জেয়ারতের সময় পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاوَلِيَّ اللهِ رَحِمَكُمُ اللهُ تَعَالٰى وَرَحِمَنَا مَعَكُمْ وَاَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكُمْ وَفُيُوْضَا تِكُمْ —

উচ্চারণ : আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া ওলীয়াল্লাহ রাহেমাকুমুল্লাহ তাআলা ওয়া রাহেমানা মাআকুম ওয়া আফাদ্বা আলাইনা মিন বারাকাতিকুম ওয়াফুয়ুযাতেকুম।

(৭৫) মৃত্যু শয্যায় উপনীত ব্যক্তিকে পানি দেওয়ার সময় পড়বে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ওয়া ছাক্বাহুম রাব্বুহুম শারাবান তাহুরা।

(৭৬) মৃত ব্যক্তির চক্ষু ও মুখ বন্ধ করবার সময় পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْهُ وَارْحَمْهُ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা-গফিরহু ওয়ারহামহু ওয়া তাজাওয়াজ আনহু।

(৭৭) মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামাতে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাগে ফি ছাবিলিল্লাহ্ ও আলা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহ্।

(৭৮) মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করে তিন অঞ্জলি মাটি কবরের মাথার দিকে মধ্যখানে ও পায়ের দিকে যথাক্রমে এই তিন দোয়া পড়বে-

مِنْهَا خَلَقْنَا كُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

উচ্চারণ : (১) মিনহা খালাকনাকুম (২) ওয়া ফিহা নুইদুকুম (৩) ওয়ামিনহা নুখরেজুকুম তারাতান ওখরা।

(৭৯) কবরের মাটি সমান হওয়ার পর পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَعِذْهُ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আইজহুমিনান্নারে ওয়া মিনাশ শায়তানির রাজীম।

(৮০) কবর তৈরী হওয়ার পর সীনা হতে পায়ের দিকে যথাক্রমে এই তিন দোয়া পড়ে পানি ছিঠাবে-

سَقٰى اللهُ ثَرٰاهُ ، بَرَّدَ اللهُ مَضْجَعَهُ، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ —

উচ্চারণ : (১) ছাকাল্লাহু ছারাহু (২) বাররাদাল্লাহু মাদজায়াহু (৩) ওয়াজায়ালাল জান্নাতা মাছওয়াহু।

(৮১) রাস্তায় কুকুর আক্রমন করলে এই দোয়া পড়বে-

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ —

উচ্চারণ : ওয়া কালবুহুম বাছেতুন জেরায়াইহে বিল ওছিদ।

(৮২) ঈদের দিন পরস্পর কোলাকুলি করার সময় পড়বে-

تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ —

উচ্চারণ : তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম।

(৮৩) শবে বারাতের দিন সুর্যাস্তের আগে ৪১ বার পড়বে-

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ —

উচ্চারণ : লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

(৮৪) শবে কদরের রাত্রিতে এই দোয়া বেশী বেশী পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يَا غَفُوْرُ —

উচ্চারণ :আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন করীম তুহিব্বুল আফওয়া ফা য়াফো আন্না ইয়া গাফুরু।

(৮৫) আজান ও একামতের সময় পড়ার দোয়া-

আজান ও একামতের মধ্যে প্রথম ও ২য় বার আশহাদুআন্না মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ্ শুনে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্রিত করে নখের উপর চুম্বন করে যথাক্রমে পড়বে এবং দু'বার চক্ষুতে মছেহ করবে-

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَارَسُوْلَ اللهِ —

উচ্চারণ : কুররাতা আইনি বিকা এয়া রাছুলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়া সাল্লামা এয়া রাছুলাল্লাহ।

(৮৬) বিবাহের আকদের পর বরকে বলবে-

بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ —

উচ্চারণ : বিররিফায়ে ওয়াল বনীন।

(৮৭) কণে ঘরে ঢুকানোর সময় পড়বে-

কনে ঘরে ঢুকিয়ে নিম্ন লিখিত ছুরাসমূহ পাঠ করে পানিতে দম করে এই পানি তার মুখে, মাথা ও পিঠে এই দোয়া পড়ে ছিঠিবে।

চার কুল অর্থাৎ 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরুন' 'ছূরা এখলাছ' 'ছূরা ফালাক' ছূরা নাস পাঠ করে এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِمَا وَبَارِكْ عَلَيْهِمَا وَبَارِكْ لَهُمَا فِىْ بِنَاءِ هِمَا وَبَارِكْ فِىْ نَسْلِهِمَا اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারেক ফিহিমা ওয়া বারেক আলাইহিমা ওয়া বারেক লাহুমা ফি বেনাইহিমা ওয়া বারেক ফি নাছলেহিমা আল্লাহুম্মা ইন্নি উইজুহা বিকা ওয়াজুরিরয়াতাহা মিনাশ শায়তানির রাজীম।

(৮৮) প্রথম ফুল শয্যার রাত্রে পড়বে-

প্রথম ফুল শয্যার রাত্রিতে কনের কপালের উপরিভাগ মাথার উপর হাত রেখে এই দোয়া পড়বে-

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম আল্লাহুম্মা ইন্নি আছআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জুবেলাত আলাইহি ওয়া নাউজুবেকা মিন শাররেহা ওয়াশাররে মা জুবেলাত আলাইহি।

(৮৯) নুতন চাঁদ দেখে পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَةِ وَدَفْعِ الْاَسْقَامِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনে ওয়াল ঈমান ওয়াচ্ছালামাতে ওয়াল ইছলাম ওয়াল আফিয়াতিল মুজাল্লালাতে ওয়া দাফয়িল আছকাম।

(৯০) কোন গুনাহের কাজ সংঘটিত হলে আস্তাগফেরুল্লাহ্ পড়ে এই দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجَى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাগফিরতাকা আউছাও মিন জুনুবি ওয়ারাহমাতিকা আরজা ইনদি মিন আমলি।

(৯১) আজানের সময় পড়ার দোয়া সমূহঃ

আজানের সময় পূর্ণ নিরবতার সাথে আজান শুনা প্রয়োজন। ওই সময় কথা বার্তায় লিপ্ত মহাপাপ। ওই অবস্থায় দুনিয়ার গল্প-গুজবে লিপ্ত থাকলে মৃত্যুকালে ঈমান নসিব না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (দুররুল মোখতার) আজান শুনলে মুয়াজ্জেন যা বলে তা বলবে। আর মোয়াজ্জিন-

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً رَّسُوْلُ اللهِ —

উচ্চারণ : আশহাদুআন্না মুহাম্মদার রাসূলুল্লাহ্ বললে হাবীবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের নামে পাক শুনামাত্র উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্রিত করে চুমো দিয়ে প্রথম বার এই দোয়া পড়বে-

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللهِ —

উচ্চারণ : কুররাতু আইনী বিকা এয়ারাছুলাল্লাহ্।

দ্বিতীয় বার চুমো দিয়ে বলবে-

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ يَا حَبِيْبَ اللهِ —

উচ্চারণ : ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়া ছাল্লামা এয়া হাবীবাল্লাহ্। প্রত্যেকবার চুমো দিয়ে উভয় চক্ষুতে মছেহ করবে এবং এই দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মাত্তেয়নি বিচ্ছামেয়ে ওয়াল বাছারে।

হাইয়া আলাচ্ছালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় পাঠ করবে-

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ —

উচ্চারণ : লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

ফজরের আযানে আচ্ছালাতু খাইরুন মিনান নাওমের উত্তরে বলবে-

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ —

উচ্চারণ : ছাদাকতা ওয়া বারারতা ওয়া বিল হাক্কে নাতাক্বতা।

(৯২) একামতের সময় পড়ার দোয়া-

ইমাম ও মুকতাদী বসে একামত শুনা ছুন্নত। হাইয়া আলাচ্ছাত এর সময় দাঁড়াবে। তার আগে দাঁড়ালে মাকরূহ হবে এমনকি জুমার দিনেও। একামতের সময়ও আজানের মত জওয়াব দিবে। কাদকামতিচ্ছালাত এর সময় উত্তর দিবে-

اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا —

উচ্চারণ : আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।

(৯৩) আজানের পরে পড়ার দোয়া-

আজানের পর প্রথম কলেমা শাহাদাত:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ —

উচ্চারণ : আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু পাঠ করবে। তারপর দুরুদ শরীফ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছৈয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদীন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আছহাবিহি ওয়া আজওয়াজিহি ওয়া আহলে বায়তিহী ওয়া বারেক ওয়া ছাল্লাম। তারপর উভয় হাত উঠাইয়ে দোয়ায়ে ওছিলা পড়বে।

প্রকাশ থাকে যে, আশরাফ আলী থানবী ও এমদাদুল ফতোয়া কিতাবে আজানের পরে হাত তোলে দোয়া করা ছুন্নাত লিখেছেন)।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজেহিদ দাওয়াতিত্তাম্মাতে ওয়াচ্ছালাতিল কায়েমাতে আতে ছৈয়্যেদেনা মোহাম্মাদানিল ওয়াছিলাতা ওয়াল ফাজিলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিয়াতা ওয়াব আছহু মাকামাম্মাহমুদানিল লাজি ওয়াদতাহু ওয়ারজুকনা শাফায়াতাহু ইয়াওমাল কেয়ামা ইন্নাকা লা তুখলেফুল মিয়াদ।

(প্রকাশ থাকে যে, বাতেল আক্বীদার লোকেরা তাদের বই পুস্তকে, বাংলাদেশ রেডিও, টিভি'তে ওয়ারজুকনা শাফায়াতুহু অংশটি বাদ দিয়েছে অথচ সর্ব সমর্থিত, নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ ও ফিকাহ্ ফতোয়ার কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে। যেমন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দেছ চতুর্থ তবকার ফকিহ আল্লামা ইব্রাহীম হালবীর কিতাব ছগিরি ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

(৯৪) মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় পাঠ করবে-

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهٗ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهٗ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَاخَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مَا خَرَجَ مِنْهُ —

উচ্চারণ : বিছমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহ্ আল্লাহুম্মা ইয়াচ্ছের আলাইহি আমরাহু ও ছাহহিল আলাইহি মা বা'দাহু ওয়া আছয়াদহু বেলেকায়িকা ওয়াজ আল মা খারাজা ইলাইহে খাইরাম্মা খারাজা মিনহু।

(৯৫) ছকরাতের সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি এ আয়াতে করমিা পাঠ করবে-

يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ —

উচ্চারণ : ইয়া আইয়াতুহান্ নাফছুল মোতমাইন্না তুরজেয়ী ইলা রাব্বিকে রাদ্বিয়াতামমারদিয়া ফাদখুলি ফী ইবাদি ওয়াদখোলী জান্নাতী।

(৯৬) রোগী দেখতে গোলে সাত বার পড়বে-

اَسْاَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ —

উচ্চারণ : আছআলুল্লাহাল্ আজীম রাব্বাল আরশিল আজীম আই ইয়াশফিআকা।

(৯৭) ছদকার জন্তু জবেহ্ করার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا لَكَ فِدَاءَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ مِنْهُ —

উচ্চারণ:আল্লাহুম্মা ইন্না হাজা লাকা ফেদাউ অমুক পীং অমুক ফা তাকাব্বালহু মিনহু

(৯৮) রাত্রে কুকুরের আওয়াজ শুনে পড়বে-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —

উচ্চারণ : আউজু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম।

(৯৯) খারাপ স্বপ্ন দেখে পড়বে-

খারাপ স্বপ্ন দেখে ভয় পেলে পড়বে এবং বাম দিকে পাশ পরিবর্তন করে শুয়ে বাম দিকে তিন বার থু থু ফেলবে, এ স্বপ্ন কাউকে বলবেনা ইন্শাআল্লাহ্ কোন ক্ষতি হবে না।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ —

উচ্চারণ : আউজু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম।

(১০০) জানাযা দেখে পাঠ করবে-

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ —

উচ্চারণ : ছোবহানাল হাইয়্যিল লাজী লা ইয়ামুতু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইউল কাইউম।

(১০১) মৃত্যুর সংবাদ শুনে বা যে কোন মুছিবতের সময় পড়বে-

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاَخْلِفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا —

উচ্চারণ : ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন আল্লাহুম্মা আজিরনী ফি মুছিবতি ওয়া আখলুফনি খাইরাম মিন্হা।

(১০২) অমুসলিমদের মন্দির, গীর্জা বা তাদের পুজার অনুষ্ঠান দেখে তাদের পুজার ঘন্টা ও বাদ্যের আওয়াজ শুনে পড়বে-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ —

উচ্চারণ : আশহাদু আন্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শরীকালাহু ইলাহাঁও ওয়াহেদা লা না'বুদু ইল্লা ইয়াহু।

(১০৩) ওস্তাদের কবর যেয়ারতে পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَيُّهَا الْاُسْتَاذُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَعَنَّا مَعَكُمْ جَزَاكَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَيْرَمَا جَزَاءُ اُسْتَاذًا عَنْ تَلَامِيْذِهٖ —

উচ্চারণ : আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া আইয়ুহাল ওছতাজু রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনকা ওয়া আন্না মা'আকুম জাজাকাল্লাহু তা'আলা আন্না খাইরা মাজাজাও ছতাজান আন তালামিজেহি।

(১০৪) ওলী বুজর্গের কবর জেয়ারতে পড়বে-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَاوَلِىَّ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ وَعَنَّا مَعَكُمْ اَفَاضَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْنَا بَرَكَاتِكُمْ وَفُيُوْضَاتِكُمْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

উচ্চারণ : আচ্ছালামু আলাইকুম ইয়া ওলীউল্লাহ্ রাদ্বিউল্লাহু তাআলা আনকা ওয়া আন্না মা'আকুম ওয়া আফাজাল্লাহু তাআলা আলাইনা বারাকাতাকুম ওয়া ফুয়ুজাতাকুম ইলা ইয়াউমিদ্দিন।

(১০৫) মৃত ব্যক্তির শোকাহত পরিবারবর্গকে শান্তনা দিতে গিয়ে পাঠ করবে-

غَفَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَيِّتِكَ وَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَتَغَمَّدَهُ بِرَحْمَتِهٖ وَرَزَقَكَ الصَّبْرَ عَلٰى مُصِيْبَتِهٖ وَاَعْظَمَ اَجْرَكَ وَاَحْسَنَ عَزَاكَ

উচ্চারণ : গাফারাল্লাহু তাআলা লেমাইয়াতেকা ওতাজাওয়াজা আনহু ওয়া তাগমাদাহু বেরাহমাতিহি ওয়া রাজাকাচ্চাবরা আলা মুছিবাতিহি ওয়া আজামা আজরাকা ওয়অ আহ্ছানা আজাকা।

(১০৬) মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ প্রায় সময় পড়বে-

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ —

উচ্চারণ : লা হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম।

(১০৭) মোটর, ট্রেন, রিকশা, প্লেন ইত্যাদি যানবাহনে আরোহনের সময় পড়বে-

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ —

উচ্চারণ : ছোবহানাল্লাজি ছাখ্খারা লানা হাজা ওয়ামা কুন্না লাহু মোকরেনীন।

(১০৮) নতুন কাপড় পরিধান করার সময় পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَا اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ —

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্ লাজি কাছানি মা উয়ারি বিহি আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহি ফী হায়াতী।

(১০৯) কোন ষ্টেশনে বা যে কোন জায়গায় পৌঁছলে পড়বে-

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مَنْزِلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ —

উচ্চারণ : রাব্বি আনজেরনি মানজালাম মোবারাকাও ওয়া আনতা খাইরুল মানজেলিন।

(১১০) চোখে সুরমা লাগাতে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মাত্বেয়নি বিচ্ছামেয়ে ওয়াল বাছারে।

(১১১) কোন নেয়ামত প্রাপ্ত হলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ —

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল লাজি বেনেয়ামাতিহি তাতিম্মুচ্ছালেহাত।

(১১২) মোরগের আওয়াজ শুনলে পড়বে-

اَسْئَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ الْعَظِيْمِ —

উচ্চারণ : আছআলুল্লাহা মিন ফাদলেহিল আজীম।

(১১৩) অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْىِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসক্বি ইবাদাতা ওবাহা-ইমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়াহইয়া বালদাকাল মাইয়াতি।

অথবা এ দোয়া পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আসকানা গাইছান মুগিছান মুরিয়ান নাফিয়ান গাইরা দাররিন আজেলান।

(১১৪) অতি বৃষ্টি হলে এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَاعَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা হায়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াযযেরাবে ওয়াবুতুনিল আউদিয়াতে ওয়ামানাবেতিশ শাজারে।

(১১৫) বৃষ্টির সময় পাঠের দোয়া-

اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছাইয়েবান নাফিয়া।

(১১৬) বৃক্ষে কাঁচা ফল দেখলে এ দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি ছিমারেনা ওয়ারিক লানা ফি মদিনাতেনা ওয়াবারিক লানা ফি ছাইনা ওয়াবারিক লানা ফি মুদদিনা।

(১১৭) ক্ষেতের ফসল কর্তনের সময় পাঠ করবে-

يَا رَبِّىْ اَلْقَيْتُ بَذْرًا قَلِيْلًا وَّاَعْطَيْتَنِىْ شَيْئًا كَثِيْرًا فَاجْعَلْهَا قُوَّتَ طَاعَةٍ وَلَا تَجْعَلْهَا قُوَّتَ مَعْصِيَةٍ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ —

উচ্চারণ : ইয়া রাব্বি আলকাইতু বিযরান কালিলান ওয়াতাইতানি শাইয়ান কাছিরান ফাজায়ালহা কুতা তা আতিন ওয়ালা তাজ আলহা কুওয়াতা মা'ছিয়াতিন ওয়াজাআলনি মিনাশ শাকিরিন।

(১১৮) বীজ বপনের সময় পড়তে হয়-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدٌ ضَعِيْفٌ سَلَّمْتُ هٰذَا اِلَيْكَ فَسَلِّمْهُ لِىْ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ —

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আবদুন জয়িফুন ছাল্লামতু হাজা ইলাইকা ফাসাললিমহু লি ওবারিকলি ফিহি।

(১১৯) নিদ্রা যাওয়ার সময় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لَامَلْجَاَ وَمَنْجَاَ اِلَّآ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ ــ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আছলামতু নাফছি ইলাইকা ওয়া ওয়াজজাহতু ওয়াজিহি ইলাইকা ওয়াফাওয়াদতু আমরি ইলাইকা ওয়ালজাতু জাহরি ইলাইকা রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা লা মালজায়া ওয়ালিমান জায়া ইল্লা ইলাইকা আমানতু বেকিতাবিকা আললাজি আনজালতা ওয়ানাবিয়েকা আললাজি আরছালতা।

এই দোয়া ওযু অবস্থায় পড়বেন, আর কোন কথা বলবেন না।

(১২০) ঘুমের মধ্যে ভয় পাওয়ার আশংকা থাকলে পাঠ করবে-

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ ــ

উচ্চারণ : আউযু বেকালেমাতিল্লাহিত তাম্মাতে মিন গাযাবিহি ওয়া একাবিহি ওয়াশাররে ইবাদিহি ওয়ামিন হামাজাতিশ্ শায়াতিন ওয়াআই ইয়াহ্ দুরুন।

(১২১) কারো গৃহে ইফতার করলে পাঠ করবে-

اَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ ــ

উচ্চারণ : আফতারা ইনদাকুমুছ ছাইমুন ওয়া আকালা তয়ামাকুমুল আবরারু ওয়াছাল্লাত আলাইকুমুল মালাইকাতু।

====== সমাপ্ত ======

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, পীরে কামেল, মুরশিদে বরহক, শাইখুল হাদিস

আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম হাশেমী (মু.জি.আ.)'র

লিখিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহ

নিজে পড়ুন

আপন জনকে উপহার দিন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- ওয়াযাইফ -এ- হাশেমীয়া
- তাযকেরাতুল কেরাম (১-২)
- মিরাজুল মু'মিনীন
- তাকরীরাত-১
- দো'য়ার ভান্ডার
- সাজরাতুয যাহাব
- নাতে হাবিবে ইলাহ
- ওয়াযে হাশেমী (১-২-৩-৪)
- তোহফাতুস সালেকীন
- শাজরায়ে কাদেরীয়া হাশেমীয়া
- আহছানুজ্জামান হাশেমী (রহঃ)'র জীবনী
- জশ্‌নে আ'মদে রাসূল (দ.)
- ইয়া রাসুলাল্লাহ (দ.)
- যিকরে মোস্তাফা (দ.)

প্রকাশনায় ও পরিবেশনায়

আল্লামা হাশেমী ইসলামী মিশন- বাংলাদেশ

সদর দপ্তর-দরবারে হাশেমীয়া আলীয়া শরীফ

হাশেমী নগর, জালালাবাদ, বায়েজীদ বোস্তামী,চট্টগ্রাম

মোবাইল ঃ ০১৭১১-৪৪৭৫৬২